৪৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 MAY 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিদ্ধান্ত ছাড়াই পরিবেশ পরিষদের সভা শেষ হয়েছে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের সভা শেষ হয়েছে। এর আগে প্রক্টর ডঃ এ, কে, এম নূর-উন নবীর উপস্থিতির প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভা বয়কট করেছে।

ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতি ও ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে গতকাল দুপুরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য ডঃ অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বাদে সমস্ত ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক

পরিবেশ ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৪

পরিবেশ ঃ বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, বাহাদুর বেপারি, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের আসলাম খান, মাহবুবুল হক রিপন, সমীর মিত্র, মঞ্জুর এ খোদা টরিক, ওবায়দুর রহমান চুন্নু, করিম সিকদার, জিয়াউল হক জিয়া প্রমুখ।

বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কক্ষে দুপুর ১টা থেকে সভা শুরু হয়। শুরুতেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন নবী সোহেলসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভা ত্যাগ করে চলে যান। সভা ত্যাগ করার কারণ হিসেবে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বর্তমান প্রক্টর ডঃ কে, এম নূর-উন নবীর বিরুদ্ধে দালালি, সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দানসহ কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং প্রক্টরের পদত্যাগের ব্যাপারে পুনরায় দাবি জানান। একই সাথে তারা আরো জানান যে এ প্রক্টরের উপস্থিতিতে তারা কোন সভায় অংশ নেবে না।

অবশ্য ছাত্রদলের এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ, কে আজাদ চৌধুরী ছাত্রদল নেতৃবৃন্দকে সভায় অংশ নেয়ার জন্য আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে ভিন্নভাবে আলোচনা হবে বলেও জানান। কিন্তু ছাত্রদল তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভা ত্যাগ করে চলে যান।

পরে ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের (৮টি সংগঠন সমন্বিত) উপস্থিতিতে যথারীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ এই মুহূর্তে ডাকসু ভেঙে দেয়ার আহ্বান জানান এবং পরবর্তী নির্বাচন দাবি করেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য দাবি জানিয়ে বলেন যে, ডাকসু ভেঙে দেয়া হলে একই সাথে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা দিতে হবে। অবশ্য আলোচনার এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের কাছে দাবি জানিয়ে বলেন যে, আজকের (গতকাল) সভায় কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। কারণ অন্যতম বৃহৎ সংগঠন ছাত্রদল যেহেতু উপস্থিত নেই তাই বড় কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলে পুলিশ মোতায়েন, ছাত্রছাত্রীদের লেমিনেটিং কার্ড, চারপাশের দেয়ালসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। তবে কোন সিদ্ধান্ত নেয়াহয়নি।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ, কে আজাদ চৌধুরীর সাথে আলাপ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, সব হলে পুলিশ দেয়া হবে। তবে সমস্ত ক্ষমতা থাকবে সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্ট এবং হাউস টিউটরদের। তাদের কথামত পুলিশ দায়িত্ব পালন করবে। ছাত্রদল সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, ছাত্রদল যাতে পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকে এবং সমস্ত দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে যাতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সে ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানো হবে।